

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَالْوَدَّ وَآ
وَلَكَ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝ أَيَسْبَبُ أَنْ تُنْفِقَ ۝
عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا آئِدًا ۝ أَيَسْبَبُ أَنْ كَمِيرَةً
أَحَدٌ ۝ أَلَمْ جَعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنَاهُ
الْحَبْدَيْنِ ۝ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ
رَقَبَةٍ ۝ أَوْ اطْعَمْتُ يَوْمَ مِزْيَةِ ۝ أَلَمْ يَتَّبِعْنَاهُ أَفْقَرًا ۝
أَوْ سَكَيْنَاهُ أَفْقَرًا ۝ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمِيمَنَةِ ۝
وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِيَّا بُنَيْنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَةِ ۝ عَلَيْهِمُ نَارُ مُؤَصَّوَةٍ ۝
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا
جَلَّهَا ۝ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۝ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَدَّلَهَا ۝

সূরা আল-বালাদ

মকায় অবতীর্ণ। আয়াত ২০।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) আমি এই নগরীর শপথ করি (২) এবং এই নগরীতে আপনার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। (৩) শপথ জনকের ও যা জন্ম দেয়। (৪) নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি। (৫) সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না? (৬) সে বলে : আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। (৭) সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? (৮) আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদুয়, (৯) জিহ্বা ও ওষ্ঠদুয়? (১০) বস্তুতঃ আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি। (১১) অতঃপর সে ধর্মের ধাঁটিতে প্রবেশ করেনি। (১২) আপনি জানেন, সে ধাঁটি কি? (১৩) তা হচ্ছে দাসমুক্তি (১৪) অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অনুদান (১৫) এতীম অত্মীয়কে (১৬) অথবা ধূলি-ধূসরিত মিসকীনকে (১৭) অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার। (১৮) তারাই সৌভাগ্যশালী। (১৯) আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হতভাগা। (২০) তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।

সূরা আশ-শামস

মকায় অবতীর্ণ। আয়াত ১৫।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, (২) শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে, (৩) শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে, (৪) শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে, (৫) শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর।

সূরা আল-বালাদ

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ —এখানে لا অক্ষরটি অতিরিক্ত এবং আরবী বাকপদ্ধতিতে এর অতিরিক্ত ব্যবহার সুবিদিত। অধিক বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্যে এই لا শপথ বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল তোমার ধারণা নয় ; বরং আমি শপথ সহকারে যা বলছি, তাই বাস্তব সত্য। البلد (নগরী) বলে এখানে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। সূরা জীনেও এমনিভাবে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে এবং তদসঙ্গে امين বিশেষণও উল্লেখ করা হয়েছে।

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ —এক) এটা (এক) শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে—(এক) এটা চল থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোন কিছুতে অবস্থান নেয়া, থাকা ও অবতরণ করা। অতএব, حل এর অর্থ হবে অবস্থানকারী, বসবাসকারী। আয়াতের মর্মার্থ এই যে, মক্কা নগরী নিজেও সম্মানিত ও পবিত্র, বিশেষতঃ আপনিও এ নগরীতে বসবাস করেন। বসবাসকারীর শ্রেষ্ঠত্বের দরুনও বসবাসস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে যায়। কাজেই আপনার বসবাসের কারণে এ নগরীর মাহাত্ম্য ও সম্মান দ্বিগুণ হয়ে গেছে। (দুই) এটা حلت থেকে উদ্ভূত। অর্থ হালাল হওয়া। এদিক দিয়ে এক অর্থ এই যে, আপনাকে মক্কার কাফেররা হালাল মনে করে রেখেছে এবং আপনাকে হত্যা করার ফিকিরে রয়েছে ; অথচ তারা নিজেরাও মক্কা নগরীতে কোন শিকারকেই হালাল মনে করে না। এমতাবস্থায় তাদের জুলুম ও অবাধ্যতা কতটুকু যে, তারা আল্লাহর রসূলের হত্যাকে হালাল মনে করে নিয়েছে। অপর অর্থ এই যে, আপনার জন্যে মক্কার হরমে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করে দেওয়া হবে। বস্তুতঃ মক্কা বিজয়ের সময় একদিনের জন্যেই তাই করা হয়েছিল। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থ অবলম্বনেই তফসীর করা হয়েছে। মাহাত্ম্যের সত্তাব্য তিনটি অর্থই উল্লেখ করা হয়েছে।

وَالْوَدَّ وَآ وَلَكَ —এখানে والد বলে মানব পিতা হযরত আদম (আঃ), আর ماولد বলে বনী-আদমকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে এতে হযরত আদম ও দুনিয়ার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব বনী-আদমের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ —এর শাব্দিক অর্থ শ্রম ও কষ্ট।

অর্থাৎ, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে থাকে। হযরত ইবনে আক্বাস (রাঃ) বলেন : মানুষ গর্ভাশয়ে আবদ্ধ থাকে, জন্মলগ্নে শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে, এরপর আসে জননীর দুগ্ধ পান করার ও তা ছাড়ানোর শ্রম। অতঃপর জীবিকা ও জীবনোপকরণ সংগ্রহের কষ্ট, বার্ষিক্যের কষ্ট, মৃত্যু, কবর ও হাশর এবং তাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি, প্রতিদান ও শাস্তি—এ সমুদয় শ্রমের বিভিন্ন পর্যায়, যা মানুষের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়। এ শ্রম ও কষ্ট শুধু মানুষেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়, অন্যান্য জীব-জানোয়ারও এতে শরীক রয়েছে। কিন্তু এখানে মানুষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, প্রথমতঃ সব মানুষ জীব-জানোয়ার অপেক্ষা অধিক চেতনা ও উপলব্ধির অধিকারী। পরিশ্রমের কষ্ট চেতনাভেদে কম-বেশী হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ শ্রম হচ্ছে হাশরের মাঠে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সারা জীবনের

কাজকর্মের হিসাব দেয়া। এটা অন্য জীব-জানোয়ারের বেলায় নেই।

إِسْتَبْرَأَ أَنْ كُوْنَهُ أَحَدٌ - অর্থাৎ, এই বোকা কি মনে করে যে, তার দুষ্কর্মসমূহ কেউ দেখেনি? তার জানা উচিত যে, তার স্রষ্টা সবকিছুই দেখছেন।

الرَّحْمَنُ لَهُ عَيْنَيْنِ : চক্ষু ও জিহ্বা সৃষ্টির কয়েকটি রহস্য :
نَجِدُ نَجْدَيْنِ - نَجْدَيْنِ وَنَجْدَيْنِ وَنَجْدَيْنِ - এর দ্বিচন।

এর শাব্দিক অর্থ উর্বরগামী পথ। এখানে প্রকাশ্য পথ বোঝানো হয়েছে। এপথ দু'টির একটি হচ্ছে সৌভাগ্য ও সাফল্যের পথ এবং অপরটি হচ্ছে অনিশ্চয় ও ধ্বংসের পথ।

فَلَا أَفْقَرَ الْعَقِبَةَ وَأَأْذَرَكَ الْعَقِبَةُ ذِكْرُ رَبِّهِ

পাহাড়ের বিরাট প্রস্তর খণ্ডকে এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ তথা মাটিকে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজে এ মাটি মানুষকে সহায়তা করে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করে আত্মরক্ষা করা যায় অথবা মাটিতে প্রবেশ করে অন্যত্র চলে যাওয়া যায়। এস্থলে আল্লাহর এবাদতকে একটি মাটি রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। মাটি যেমন শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়, সংকর্মও তেমনি পরকালের আযাব থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এসব সংকর্মের মধ্যে প্রথমে رَبِّهِ فَكَ رَبِّهِ অর্থাৎ, দাস মুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা খুব বড় এবাদত এবং একজন মানুষের জীবন সুসংহত করার নামাস্তর। দ্বিতীয় সংকর্ম হচ্ছে ক্ষুধার্তকে অনুদান। যে কাউকে অনুদান করা সওয়াবমুক্ত নয়, কিন্তু কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর লোককে অনুদান করলে তা আরও বিরাট সওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে :

يَتَّبِعُنَا أَنْ مَقْرَبَةٍ أَوْ نَسُكًا أَوْ مَعْرِبَةٍ

এতীমকে অনুদান করা হয়, তবে তাতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়।—(এক) ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করার সওয়াব এবং (দুই) আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার সওয়াব।
فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ - অর্থাৎ, বিশেষভাবে ক্ষুধার দিনে তাকে অনুদান করা অধিক সওয়াবের কারণ হয়ে যায়। এমনভাবে ধুলায় লুপ্ত মিসকীন অর্থাৎ, নিরতিশয় নিঃস্ব ব্যক্তিকে অনুদান করাও অধিক সওয়াবের কাজ। এরূপ ব্যক্তি যত বেশী অভাবী হবে, অনুদাতার সওয়াবও ততই বৃদ্ধি পাবে।

ذُكِّرَ مَنْ : অপরেরকে সংকাজের নির্দেশ দেয়া ঈমানের দাবী :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَّاصَوْا بِالْقُرْآنِ وَتَوَّاصَوْا بِالْمَرْحَةِ

পর মুমিনের এই কর্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সে অপরাপর মুসলমান ভাইকে সবর ও অনুকম্পার উপদেশ দেবে। সবরের অর্থ নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ও সংকর্ম সম্পাদন করা। مَرْحَةٍ -এর অর্থ অপরের প্রতি দয়ালু হওয়া। অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে তাকে কষ্টদান ও জলুম করা থেকে বিরত হওয়া। এতে দু'জনের প্রায় সব নির্দেশই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সূরা আশ-শামস

এই সূরার শুরুতে সাতটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির

সাথে তার পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষণ যোগ করা হয়েছে। প্রথম শপথ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا এখানে শব্দটি অর্থসত্তাবে শمس -এর বিশেষণ। অর্থাৎ, শপথ সূর্যের যখন তা উর্বরগমনে থাকে। সূর্য উদয়ের পর যখন কিছু উর্ধ্বে উঠে যায় এবং পৃথিবীতে তার কিরণ ছড়িয়ে পড়ে, সে সময়কে ضَحَى বলা হয়। তখন সূর্য কাছেই দৃষ্টিগোচর হয় এবং তেমন প্রখরতা না থাকার কারণে তা পূর্ণরূপে দেখাও যায়।

দ্বিতীয় শপথ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا - অর্থাৎ, চন্দের শপথ যখন তা সূর্যের পেছনে আসে এবং এর এক অর্ধ এই যে, যখন চন্দ্র সূর্যাস্তের পরেই উদিত হয়। মাসের মধ্যভাগে এরূপ হয়। তখন চন্দ্র প্রায় পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। পেছনে আসার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কিছুটা উর্বরগমনে থাকার সময় সূর্য যেমন পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি পরিপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে চন্দ্র সূর্যের অনুগামী হয়। তৃতীয় শপথ إِذَا جَلَّهَا -এখানে جَلَّهَا এর সর্বনাম দ্বারা পৃথিবী অথবা দুনিয়াও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ, শপথ দিবসের দুনিয়া অথবা পৃথিবীর—যাকে দিন আলোকিত করে। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণরূপে আলোকিত দিবসের শপথ করা হয়েছে। কিন্তু বাক্যের বাহ্যিক অবস্থা এই যে, এখানে সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, শপথ দিবসের, যখন সে সূর্যকে আলোকিত করে। অর্থাৎ, যখন দিন শুরু হওয়ার কারণে সূর্য উজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়।

চতুর্থ শপথ وَاللَّيْلُ إِذَا أَغْطَاهَا - অর্থাৎ, শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। মানে সূর্যের কিরণকে ঢেকে দেয়।

পঞ্চম শপথ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا - অর্থাৎ, মা অব্যয়কে ধরে এই এই অর্থ নেয়া সুস্পষ্ট যে, সে শপথ আকাশের ও তা নির্মাণের। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এর নজির আছে بِمَا عَمِلْتُمْ فِي السَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضُ وَمَا طَرَاهَا বাক্যের অর্থ এরূপ হবে যে শপথ পৃথিবীর ও তাকে বিস্তৃত করার। এখানে আকাশের সাথে নির্মাণের এবং পৃথিবীর সাথে বিস্তৃত করার উল্লেখও এতদূত্বের পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর জন্যে। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। কাশশাফ, বায়যাহী ও কুরতুবী একেই পছন্দ করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এস্থলে مَا অব্যয়কে مِنْ এর অর্থে ধরে এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার সত্তা বুঝিয়েছেন। কাজেই উপরোক্ত বাক্যদ্বয়ের অর্থ হবে শপথ আকাশের ও তাঁর, যিনি একে নির্মাণ করেছেন। শপথ পৃথিবীর ও তাঁর, যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু এখানে সবগুলো শপথই সৃষ্ট বস্তুর শপথ। মাঝখানে স্রষ্টার শপথ এসে যাওয়া ধারাবাহিকতার খেলাফ মনে হয়। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী এ আপত্তিও দেখা দেয় না যে, সৃষ্টবস্তুর শপথ স্রষ্টার শপথের অগ্রে বর্ণিত হল কেন?

সপ্তম শপথ : وَالنَّجْمُ وَالسَّوْدُ - এখানেও দু'রকম অর্থ হতে

পারে—(এক) শপথ মানুষের প্রাণের এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার এবং (দুই) শপথ নক্ষত্রের এবং তাঁর, যিনি সেটাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ قَالِهَا فُجُورًا
وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۚ
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۚ إِذِ ابْنَعْتَ أَشْقَاهَا ۚ فَقَالَ لَهُمْ
رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۚ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۚ فَذَمُّمَ
عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَذِّنُّهُمْ فُسُوقَهَا ۚ وَلَا يَنفَعُ عُقْبَاهَا ۚ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْأَيْلِ إِذَا يَعْتَصَى ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۚ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
وَالْأُنثَى ۚ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۚ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۚ
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۚ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى ۚ وَأَمَّا مَنْ
بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۚ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۚ فَسَنِيَرُهُ
لِلْعُسْرَى ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۚ إِنَّ عَلَيْنَا
لَلْهُدَى ۚ وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى ۚ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا
تَلَظَّى ۚ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۚ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۚ
وَسَيَحْنَبُهَا الْأَنْفَى ۚ الَّذِي يُوْنِ مَالَهُ يَتَزَكَّى ۚ

(৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা নিষ্পত্ত করেছেন, তাঁর, (৭) শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর (৮) অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, (৯) যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। (১০) এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (১১) সামুদ্র সম্প্রদায় অবাধাতাবশতঃ মিথ্যারোপ করেছিল (১২) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল, (১৩) অতঃপর আল্লাহর রসূল তাদেরকে বলেছিলেন : আল্লাহর উদ্দী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক। (১৪) অতঃপর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং উদ্দীর পা কর্তন করেছিল। তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে একাকার করে দিলেন। (১৫) আল্লাহ তাআলা এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না।

সূরা আল-লায়ল

মকায় অবতীর্ণ। আয়াত ২১।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে, (২) শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয় (৩) এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন, (৪) নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। (৫) অতএব, যে দান করে এবং খোদাতীক হয়, (৬) এবং উত্তম বিষয়ে সত্য মনে করে, (৭) আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (৮) আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় (৯) এবং উত্তম বিষয়ে মিথ্যা মনে করে, (১০) আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (১১) যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না। (১২) আমার দায়িত্ব পঞ্চপ্রদর্শন করা। (১৩) আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের। (১৪) অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। (১৫) এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, (১৬) যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৭) এ থেকে দূরে রাখা হবে খোদাতীক ব্যক্তিকে, (১৮) যে আত্মশুদ্ধির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান করে।

فَجُورًا -এর অর্থ নিষ্কপ করা এবং

শব্দের অর্থ প্রকাশ্য গোনাহ। এই বাক্য সপ্তম শপথের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মানুষের নফস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর অন্তরে অসৎকর্ম ও সৎকর্ম উভয়ের প্রেরণা জাগ্রত করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলা গোনাহ ও এবাদত উভয় কর্মের যোগ্যতা রেখেছেন, অতঃপর তাকে বিশেষ এক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে স্বেচ্ছায় গোনাহের পথ অবলম্বন করে অথবা এবাদতের পথ। যখন সে নিজ ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন এক পথ অবলম্বন করে, তখন এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার ভিত্তিতেই সে সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হয়। এই তফসীর অনুযায়ী এরূপ প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই যে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই যখন পাপ ও এবাদত নিহিত আছে, তখন সে তা করতে বাধ্য। এর জন্যে সে কোন সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হবে না। একটি হাদীস থেকে এই তফসীর গৃহীত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে আছে যে, তকদীর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে গোনাহ ও এবাদতের যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন, কিন্তু তাকে কোন একটি করতে বাধ্য করেননি; বরং তাকে উভয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি করার ক্ষমতা দান করেছেন।

হযরত আবু হেরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন—

اللَّهُمَّ اِنَّ نَفْسِي تَقْوَاهَا اِنَّتَ وَلِيهَا وَمَوْلَاهَا وَاِنَّتَ خَيْرٌ مِنْ زَكَاهَا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমাকে তাকওয়ার তওফীক দান কর, তুমিই আমার মুকব্বী ও পৃষ্ঠপোষক।

সপ্তম শপথের পর জওয়াবে বলা হয়েছে وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۚ —অর্থাৎ, সে ব্যক্তি সফলকাম, যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করে। تَزَكَّى শব্দের প্রকৃত অর্থ আভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করে, সে সফলকাম। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি ব্যর্থ যে নিজের নফসকে পাপের পক্ষে নিমজ্জিত করে দেয়। —এর অর্থ মাটিতে প্রোথিত করা; যেমন এক আয়াতে আছে اَمْ يَذَّكَّرُ فِي الرُّأْسِ —কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতের অর্থ করেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম হয়; যাকে আল্লাহ শুদ্ধ করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ তাআলা গোনাহে ডুবিয়ে দেন। এ আয়াত সমগ্র মানবকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে, সফলকাম ও ব্যর্থ। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার মানুষের একটি ঘটনা দৃষ্টান্তরূপ উল্লেখ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সামুদ্র গোত্রের ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে তাদের এই শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছেঃ

فَذَمُّمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَذِّنُّهُمْ فُسُوقَهَا

ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা বার বার কোন ব্যক্তি অথবা জাতির উপর পতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়। سَوَّاهَا —এর উদ্দেশ্য এই যে, এ আযাব জাতির আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবাইকে বেটন করে নেয়। —অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার শাস্তিদান ও কোন জাতিকে